https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রভাসতাত্ত্বিক বন্ধনীকরণ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিকাশঃ হুসার্লের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একটি উপস্থাপনা

সেখ আমিরুল হক [১]

AIJITR - Volume - 2, Issue - IV, Jul-Aug 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

আমরা যদি হুসার্লের দর্শনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে তাঁর দর্শনের মূল হাতিয়ার হলো বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (The method of Reduction)। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন অর্থাৎ তাঁর দর্শনের চালিকাশক্তি হলো বন্ধনীকরণ পদ্ধতি এবং গন্তব্য হলো জীবন-জগতের প্রকাশ (Life-world)। এই পদ্ধতিকে হুসার্ল যথার্থ দার্শনিক মনোভাব অর্জনের বা 'Transcendental Attitude'-এর সঠিক হাতিয়ার হিসেবে দাবি করেছেন, যার দ্বারা বিশুদ্ধ চেতনা (Pure Consciousness) বা অধিজাগতিক চেতনা (Transcendental Consciousness) আবিষ্কৃত হয়। এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, কেন তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য কী? এর উত্তর অনুসন্ধানের পূর্বে প্রভাসতত্ত্বের (Phenomenology) মূল বক্তব্যকে একবার স্মরণ করতে নিতে হবে। হুসার্ল বলতে চেয়েছেন, প্রভাসতত্ত্ব (Phenomenology) হল সেই পদ্ধতিতত্ত্ব তথা দর্শন যা 'ঘটমান ঘটনাকে' (Phenomena) যথার্থ স্বরূপে গ্রহণ করতে এবং তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এখানে 'ঘটমান ঘটনাকে' (Phenomena) বলতে তিনি বিশুদ্ধ চেতনার সামনে প্রদত্ত অভিজ্ঞতার বিষয়কে বুঝিয়েছেন। মূলত হুসার্ল প্রভাসতত্ত্বের (Phenomenology) তিনটি গুরুত্বের কথা বলতে চেয়েছেন "Firstly, It was conceived as the Science of Sciences, which endeavoured to discover the basis of conciousness. In the second views, phenomenlogy was concived as a first philosophy and therefore, it is coextensive with philosophy, as traditionally it was the latter which had been enjoying the status of first philosophy. The third conception of phenomenology is the most importence one, where it is conceived as a transcendental idealism. This view conceives the transcendental ego as the source of all meaning."[১] অর্থাৎ হুসার্লের প্রভাসতত্ত্ব (Phenomenology) সমস্ত গতানুগতিক ভাবনাকে সরিয়ে এক নতুন চিন্তন পদ্ধতির সূচনা করেছে। তাই হুসার্লের প্রভাসতত্ত্বের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এক Philosophical Movement ঘটেছিল, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল হুসার্লোত্তর

[১] *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধ শতবার্ষিকি মহাবিদ্যালয় ও গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.IV.2025.59-68

AIJITR, Volume 2, Issue –IV, July - August, 2025, PP. 59-68

Received on 30th July 2025 & Accepted on 22nd, August, 2025 Published: 30th August, 2025.

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দার্শনিক ভাবনা, যেমন- Existentialism, Hermeneutics প্রভৃতি দর্শন। শুধু তাই নয় জার্মান দার্শনিক ভাবনাতে যখন সংকট তৈরি হয়েছিল, তখন তাঁর ভাবনা জার্মান দর্শনে নতুন ভাবে আশার আলো তৈরি করেছিলো।

এখন আলোচনা করব কেন তিনি বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (Reduction) পদ্ধতিকে তাঁর দর্শনের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে দাবি করেছিলেন। তিনি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই দাবি করেছেন, এই জগতের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং একই সাথে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে একজন মানবসত্তা হিসাবে আমরা বসবাস করি, বেড়ে উঠি এবং কাজ করি। স্বাভাবিক অবস্থায় অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীর মতো এই প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তেমন সচেতন ভাবে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে আমরা বিবেচনায় নিয়ে আসি না। প্রকৃতপক্ষে দেখার সীমাবদ্ধতার কারণেই এসব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাকৃতিক বলে মনে হয়। হুর্সাল বলতে চেয়েছেন প্রাকৃতিক প্রবণতায় অবস্থান করলে চেতনার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায় না। কারণ বিশুদ্ধতাই হল চেতনার স্বরূপ। প্রাকৃতিক প্রবণতায় অবস্থান করে চেতনার এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষণ করা যায় না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান থেকে বিশুদ্ধ চেতনার সুপ্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে পারি না বলেই, একে বিবেচনা করা হয় এই জগতেরই একটি সীমাবদ্ধ সত্তা হিসাবে। এই অবস্থায়, এই সত্তাটিকে জগতের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বসবাসকারি মানুষের দৈহিক পরিকাঠামোর সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে চেতনা হিসাবে আবিষ্কার করা যায় মাত্র। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, মনের প্রাকৃতিক প্রবণতার আলোকে এটি এমন ভাবে আবৃত থাকে যে, চেতনাকে এর বিশুদ্ধ সারসত্তার যথার্থ অর্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে রাখে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ চেতনাকে অধিজাগতিক প্রভাসতত্ত্বের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করার জন্যই, তিনি চেতনার দৈহিক রূপান্তরের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন দৈহিক রূপান্তরের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয় বিশুদ্ধ চেতনার জাগতিক অবস্থান এবং এই জাগতিক অবস্থান থেকেই পরিচালিত হয় বিশুদ্ধ চেতনার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড। হুর্সাল বলতে চেয়েছেন, বিশুদ্ধ চেতনা সুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে নিজেস্ব সত্তায়। সাধারণভাবে প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রাকৃতিক জগৎ ছাড়া আর কিছুই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কারণ প্রাকৃতিক জগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক আবরণে আবৃত। তাই এই অবস্থান থেকে যা কিছু প্রত্যক্ষ করা হোক না কেন, তা প্রাকৃতিক আবরণমুক্ত অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তবে মনে রাখতে হবে এর অর্থ এই নয় যে, বিশুদ্ধ চেতনা প্রাকৃতিক জগতে অবস্থানকালে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক আবরণে আবৃত থাকবে। প্রকৃত অর্থে, এই প্রাকৃতিক জগৎ বিশুদ্ধ চেতনাকে এমনভাবে আবৃত করে রাখে যে, জাগতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিশুদ্ধ চেতনাকে এই জগতেরই একটি উপাদান হিসাবে মনে করা হয়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের পরিমণ্ডলে বিশুদ্ধ চেতনা প্রতিফলিত হয় এই জগতেরই একটি উপাদান রূপে। বিশুদ্ধ চেতনার এই প্রতিফলিত রূপটিই আবার প্রত্যক্ষিত হয় মনবৈজ্ঞানিক স্তরে। অর্থাৎ মনের প্রত্যক্ষনগত উপলব্ধিতে কেবল বিশুদ্ধ চেতনার প্রতিফলিত রূপটিই ধরা পড়ে। আর এই প্রতিফলিত রূপটিই হল বিশুদ্ধ চেতনার দেহধারণকারী অবস্থা। অর্থাৎ হুর্সালের প্রতিভাস বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ চেতনার দৈহিক রূপান্তেরে দিকটিই পর্যালোচনা করা হয়। কিন্তু মনের প্রাকৃতিক প্রবণতায় চেতনার দৈহিক রূপান্তরের দিকটির সাথেই আমাদের পরিচয় ঘটে, বিশুদ্ধ রূপটির সাথে কোন পরিচয় ঘটে না। তবুও চেতনার প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় যে, এই চেতনা প্রাকৃতিক জগতের কোন বস্তু বা প্রাকৃতিক জগতের কোন বাস্তব অংশ নয়। এমনকি প্রাকৃতিক জগতের কোন উপাদান হিসেবেও একে বিবেচনায় নিয়ে আসা যায় না। কেবল জাগতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্যই এর দৈহিক রূপান্তর আবশ্যক। তাই বলতেই হয়, এই চেতনার গভীর অর্থ আছে। হুর্সালের প্রভাসতত্ত্ব আমাদের এই গভীর অর্থ আবিষ্কারের দিকে নিয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ চেতনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বা মনোবৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে পর্থক্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন। যতক্ষণ না এই পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারব ততক্ষণ চেতনার গভীরতম অর্থকে বুঝতে পারবো না। আমরা সচেতন মানুষ হিসাবে আনন্দ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি, জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রভৃতি নিয়ে অভিজ্ঞতা তৈরি করি। এই অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে আমাদের মনোজগতে। এই

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

মনোবৈজ্ঞানিক চেতনা আমাদের দেহের সাথে যুক্ত এবং তা ভৌতিক (Physicial)। এর অস্তিত্ব আমাদের ভৌতিক দেহের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু মনোবৈজ্ঞানিক চেতনা দেহের উপর নির্ভরশীল, তাই এই চেতনাকে প্রকৃতির একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অপরদিকে বিশুদ্ধ চেতনা জগতের কোন উপাদান নয়, বরং তা হল এক স্বয়ং সত্তা। বিশুদ্ধ চেতনার অস্তিত্ব দেহের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, এমনকি জগতের কোন কিছুর অস্তিত্বের উপরও নির্ভরশীল নয়। শুধু তাই নয়, কোনো শর্তের আলোকে এই চেতনাকে বেঁধে রাখা যায় না। বিশুদ্ধ চেতনা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, অপরদিকে মনোবৈজ্ঞানিক চেতনা এই বিশুদ্ধ চেতনার ওপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ চেতনাই হল সমস্ত চেতনার উৎস স্থল। হুর্সাল মনে করেন, কোন কারণে যদি বর্তমান জগৎ ধ্বংস হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ চেতনার মৌলিক দিকগুলি অপরিবর্তিতভাবে বিরাজ করবে। এই জগৎ অস্তিত্বশীল কিন্তু জগতের অস্তিত্ব এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিরূপিত হয় না। বিশুদ্ধ চেতনার অর্থ বিন্যাসের মধ্য দিয়েই এই জগতের অবস্থান নিরূপণযোগ্য। কাজেই বিশুদ্ধ চেতনার ক্ষেত্র এই জগতের ক্ষেত্র অপেক্ষা বৃহত্তর। প্রকৃত অর্থে মনোবৈজ্ঞানিক চেতনা এই জগতেরই একটি দ্বীপ মাত্র। কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা এই জগতের চেয়ে ব্যাপকতর পরিমণ্ডলে অবস্থান করে, এই ধরনের অসংখ্য পৃথক পৃথক জগতকে আবৃত করার ক্ষমতা রাখে।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, মনোবৈজ্ঞানিক চেতনা দেশ কালের বিষয়গত প্রকৃতিতে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ চেতনা দেহাতিরিক্ত চেতনা, অথচ প্রাকৃতিক জগতে অবস্থানের জন্য একটি দৈহিক আবরণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এখানে সাংখ্য দর্শনের কথা মনে পড়ে। আমরা জানি সাংখ্য দর্শনে চৈতন্যময় 'পুরুষ' বিশুদ্ধ সত্তারূপে নিজস্ব সত্তায় বিরাজমান, সেখানে জাগতিকতার কোন স্থান নেই। কিন্তু যখনই 'পুরুষ' প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতির স্বরূপকে নিজের বলে মনে করে, তখনই তার মধ্যে জাগতিকতার স্থান পায়। তখন চৈতন্যময় 'পুরুষ' নিজের বিশুদ্ধতাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতির আবরণে আবৃত থাকে। যখন চৈতন্যময় 'পুরুষ' 'প্রকৃতির' আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটবে তখনই 'পুরুষ' আবার নিজস্ব বিশুদ্ধ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারবে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তেই বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসেছে। অনুরূপভাবে হুর্সালের প্রভাসতত্ত্বে বিশুদ্ধ চেতনাকে প্রাকৃতিক জগতে অবস্থানের জন্য দৈহিক আবরণ গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন ভাবে প্রকৃতির মোহে পড়ে সাংখ্যের 'পুরুষ' নিজের স্বরূপকে ভুলতে বসেছিল, ঠিক তেমনি হুর্সালের বিশুদ্ধ চেতনা জাগতিকতার মোহে নিজের স্বরূপকে হারিয়ে ফেলে।

এখন আমরা আলোচনা করব হুর্সালের বিশুদ্ধ চেতনা কীভাবে জাগতিকতার মোহে আবদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি হুর্সাল তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে প্রকৃতিবাদী ভাবনার কথা (The Natural World-view) তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে 'Philosophy as a Rigorious Science'-এর ভাবনায় ও 'Ideas-1' গ্রন্থে এই প্রকৃতিবাদী ভাবনার বিষয়টিকে আলোকপাত করেছেন এবং তার পাশাপাশি এ কথাও বলেছেন, এই প্রকৃতিবাদী ভাবনা থেকে সরে আসতে না পারলে বিষয়ের স্বরূপকে অনুসন্ধান করা যাবে না। তাই প্রথমেই প্রকৃতিবাদী ভাবনা কী তা আলোচনা করা দরকার। হুর্সাল তাঁর 'Philosophy as a Rigorious Science' প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন, আমাদের ব্যস্ত জীবনের নির্বিচার-ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রনে গঠিত যে লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গি তাই হল প্রকৃতিবাদী ভাবনা। প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যেমনভাবে যা প্রদত্ত হয় তাকে সংশয়হীন ভাবে চূড়ান্ত বাস্তব বলে মেনে নিই। অনেকখানি নির্বিচার সরল বস্তুবাদীর মতো জগৎকে বোঝার চেষ্টা করি। অর্থাৎ প্রকৃতি বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান (Human Science) প্রত্যেকটি বিজ্ঞান এই জগৎকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছে। এই ভাবে নির্বিচারে জগৎকে মেনে নেওয়াই হল প্রকৃতিবাদ।

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'Ideas-1' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন প্রাকৃতিক জগতের অংশ হিসাবে আমরা এই জগতে বাস করি, চিন্তা করি, বিচার করি এবং কল্পনা করি। এই সবের মধ্য দিয়ে জগতের বাস্তবতা তথা বৈধতাকে বিনা বিচারে মেনে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকি এবং সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করি। কখনো সেই বিষয় প্রসঙ্গে মৌলিক প্রশ্ন উথ্যাপন করি না। জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখি জগতের অসংখ্য বস্তু রয়েছে, রয়েছে পশু, পাখি, বৃক্ষ প্রভৃতি। রয়েছে আমার মতে ৮০০ কোটির বেশি মানুষ। কখনো তাদের সাথে বাক্যালাপ করি, অন্তর দিয়ে মিশি আবার কখনো উদাসীন থাকি। শুধু বিষয় নয়, রয়েছে নানা ধরনের মূল্য ও মূল্যায়ন, "This world is not there for me as a mere world of facts and affairs, but with the same the immediacy, as a world of values, a world of goods, a practical world".[২] তাই কোন দৃশ্যকে বলি সুন্দর, কারোর কাজকে বলি ভালো, মন্দ ইত্যাদি। এগুলি প্রত্যেকটি কোন না কোন মূল্যের ইঙ্গিত দেয়। এক্ষেত্রে আমরা ভাবি যে জগতে সমস্ত বস্তু যেমন পূর্ব-প্রদত্ত, ঠিক তেমনি, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মূল্যায়ন গুলিও পূর্ব-প্রদত্ত। এছাড়া আমরা ভাবি যে এই জগৎ অসীম দেশ-কালে বিধৃত, এই জগৎ অনন্তকাল ধরে রয়েছে এবং থাকবেও চিরকাল।

সুতরাং প্রাকৃতিক প্রবণতার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে যা কিছু প্রদত্ত তার বৈশিষ্ট্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, "....... Thereby of the natural standpoint itself, was a piece of pure description prior to all 'theory'"[৩] । কিন্তু এই তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমস্ত তত্ত্বই কোন না কোন পূর্বানুমানমূলক ধারণা নির্ভর। আর সমস্ত তত্ত্বই গঠিত হয়েছে তথ্যকে কেন্দ্র করে। এই তথ্য ঘটনা একত্রীকরণের মাধ্যম। আবার এই ঘটনাই তথ্যের যথার্থতা নিরূপনের উপায়। তাই তথ্য ও ঘটনা সমন্বিত ভাবেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কিছুই প্রাকৃতিক প্রবণতার আলোকে আবিষ্কৃত হয়। এই প্রসঙ্গে হুর্সাল তাঁর 'Ideas-1' গ্রন্থে বলেছেন, "I find continually present and standing over against me the one spatio-temporal fact world to which I myself belong, as do all other men found in it and related in the smae way to it. This "fact-world", as the word already tells us, I find to be out there, and also take it just as it gives itself to me as something that exits out there. All doubting and rejecting of the data of the natural world leaves standing the general thesis of the natural standpoint. The world is as fact world always there; at the most it is at odd points "other", than I supposed, this or that under such names as "illusion", "hallucination", and the like, must be struck out of it, so to speak; but the "it" remains ever, in the sense of the general thesis, a world that has its being out there. To know it more comprehensively, more trustworthily, more perfectly than the naive lore of experience is able to do, and to solve all the problems of scientific knowledge which offer themselves upon its ground, that is the goal of the sciences of the natural standpoint".[৪]

যাই হোক প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা চিহ্নিত করতে পারি,-

প্রথমতঃ প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে জগত তা অসংশয়যোগ্য, চূড়ান্ত রূপে গৃহীত হয়। যেমন পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমরা কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তে অপর একটি বিষয়কে বেছে নিতে পারি, ভুল জিনিসকে ঠিক বলে মনে করতে পারি। কিন্তু তাতে প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে মূল বিশ্বাস তার কোন পরিবর্তন হয় না। দেশ-কাল পরিবেষ্ঠিত এই প্রাকৃতিক জগত নিজস্বরূপে ছিল, রয়েছে ও থাকবে। হুর্সালের কথায়, "It remains ever, in the sense of the general thesis, a world that has its being out there".[৫]

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিবাদী অবস্থান অপর যেকোনো অবস্থানের তুলনায় অধিক মৌলিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা যেতে পারে। যতক্ষণ আমি গণিতের রাজ্যে বিচরণ করছি, ততক্ষণ আমি গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। তার বাইরে গণিতের কোন প্রভাব আমার উপর পড়ে না। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চাৎপট হিসাবে সবসময় থাকে, এমনকি আমি যখন বিশুদ্ধ গণিতের গভীরে নিমজ্জিত থাকি তখনও।

তৃতীয়তঃ প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক, তাই সাধারণ কোন বিচারে এর অসংগতি ধরা পড়ে না। একজন অন্ধ ব্যক্তির যেমন আলোর কোন ধারণা থাকে না, তেমনি আজন্ম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বেড়ে ওঠার কারণে এর মধ্যে যেসব ভ্রান্তি রয়েছে তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এই প্রসঙ্গে হুর্সাল মন্তব্য করেছেন, “The thesis is the universal doxic basis of all worldy experiences, but in itself it is not a worldy expeience. It is an inborn attitude of the mind of which we are not normally conscious”.[৬]

তাই হুর্সাল মনে করেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বর্হির্জগতে এই অনড় বিশ্বাস যে ভ্রম তা আমরা তখনই বুঝতে পারবো, যখন আমরা এই প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারব। এই প্রসঙ্গেই তিনি বন্ধনীকরণ পদ্ধতির (The Method of Reduction) সূচনা করেছেন। এই পদ্ধতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতিবাদী ভাবনার ভ্রান্তি কাটিয়ে প্রভাসতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নীত হতে পারবো। সেখানে যাবতীয় বিষয় তথা জগৎ যথার্থরূপে প্রকাশ পাবে। হুর্সাল তাঁর বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (Reduction) পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন 1905 সালের বিভিন্ন বক্তৃতায়। তবে তিনি এই বন্ধনীকরণ পদ্ধতির (Reduction) ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘The Philosophy of Arithmetic’-এর একেবারে শেষের দিকে। তবে সেখানে শব্দটি মূলতঃ এক ধরণের গাণিতিক প্রতিনিধিত্বকে কিছু আদর্শ পদ্ধতিগত আকারে বন্ধনীকরণ (Reduction) করার অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, “If we ask: which is greater, ‘18+49’ or ‘7x9’ we can answer this by ‘reducing’ ‘18+49’ to the standard form ’67’ and ‘7x9’ to ‘63’ and we then have an immediate answer to our question.”[৭] তার পরবর্তী রচনা ‘Logical Investigation’ গ্রন্থে বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (Reduction) সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নি। পরবর্তী রচনা ‘Ideas’, ‘Cartesian Meditation’ এবং ‘Crisis’ গ্রন্থে এই বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (Reduction) একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে পরিগনিত হয়। তিনি বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (Reduction) সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়েছিলেন,- “First, It allowed him to detach from all forms of conventional opinion, including our commonsense psychology, our accured scientific consensus on issues, and all philosophical and metaphysical theorising regarding the nature of the intentional. We must put aside our beliefs about our beliefs, as it were. Secondly: it allowed him to return to and isolate the central structures of subjectivity. By putting aside psychological, cultural, religious and scientific assumptions and by getting behind or to one side of the meaning-positing or thetics acts normally dominant in conscious acts, new features of thouse acts come to the fore”.[৮] এছাড়া 1907 সালের ‘The Ideas of Phenomenology’ নামক বক্তৃতামালায় ‘Phenomenolocal reduction’ শব্দটির পরিচিতি ঘটান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “Phenomenolocal reduction to exclude everything posited as transendently existing, but he goes on to speak of an ‘empistomological reduction’ as necessary in order to focus on the pure phenomena of concious acts as cogitationes, and to avoid misleading asumptions about the nature and existence of the sum cogitans”.[৯] অর্থাৎ প্রকৃতিবাদী বিশ্বাসের ভ্রম থেকে সরে এসে বিশুদ্ধ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্যই এই পদ্ধতির অবতারণা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

করেন। আমরা যদি এই পদ্ধতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই, তাহলে আমরা প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠতে পারবো এবং একই সঙ্গে মুক্ত চেতনার আলোকে বুঝতে পারবো যে আমরা এতকাল ভুল দৃষ্টিভঙ্গির মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম।

হুর্সাল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, সেগুলি হলো, a Cartesian way, a way from intentionality, a way through Crtique of the natural Sciencess এবং Ontology। যেমন হুর্সাল 'The Cartesian way-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'Bracketing or Epoche' শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এখানে তিনি 'Epoché' শব্দটি 'Sceptics' অর্থে গ্রহন করেছিলেন, যার অর্থ হল 'Cessation'। আবার Intentionality-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রভাসতাত্ত্বিক বন্ধনীকরন পদ্ধতির (Phenomenological Reduction) দ্বারা চেতনার গঠনকে ধরতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেন, "This is a first step to laying bare the essence of the act, for example what precisely it means to perceive something, remember something, imagine something, and so on".[১০] আবার Natural Science-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বলেন, "Disconnecting the natural standpoint means making a conscious decision not to rely on any beliefs which involve the spatio-temporal world. Moreover, Husserl often emphasies that the suspension of the natural attutide like the entertaining of the Cartesian methodic doubt, is based on a free act of the mind".[১১] এবং সবশেষে ontology-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বিশুদ্ধ চেতনাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, যেখানে বিষয়ের essence-কে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারি। একইসঙ্গে জগতের অর্থকে প্রদান করতে পারি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "the reduction leads to the domain of the transcendental ego which must be kept distinct from the psychological domain of the empirical self. The transcendental ego is at work constituting the world for me, in consciousness, though not in a manner graspable naive reflection."[১২]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পদ্ধতি ব্যবহার করে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের দার্শনিক ভাবনা কি কেবল হুর্সালের দর্শনে সূত্রপাত ঘটেছে নাকি তার পূর্বেই সূত্রপাত ঘটেছিল। আমরা যদি হুর্সালের দর্শনকে সূক্ষভাবে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো হুর্সাল দাবী করেছেন, পদ্ধতি ব্যবহার করে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা দেখা যায় দেকার্তের দর্শনে। যদিও দেকার্তের পদ্ধতি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। তবে এইটুকু নিশ্চিত হুর্সাল তার পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে হলেও দেকার্তের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে হুর্সালের বন্ধনীকরণ পদ্ধতি (Reduction) দেকার্তের অসম্পূর্ণ প্রকল্পটিকে (Incomplite Project) সম্পূর্ণ (Complite) করেছেন। অর্থাৎ দেকার্তের সংশয়বাদের যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে অধিজাগতিক বিষয়ী (Transendental Subjectivity), যা চূড়ান্ত ভাবে অর্থ লাভ করেছে 'Phenomenological epoche'-তে। এখানে হুর্সাল দেকার্তের অনুসারী হয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন দেকার্ত তাঁর পদ্ধতির পরিপূর্ণ তাৎপর্য অনুভব করতে পারেন নি। সেই জন্য তিনি লক্ষ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন। হুর্সাল এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন।

এখন দেখতে হবে দেকার্তের সংশয় পদ্ধতি কেমন ছিল। দেকার্তের সংশয়বাদকে বলা হয় Antecedent Skepticism বা প্রারম্ভিক সংশয়বাদ। উনি প্রাথমিকভাবে সবকিছুতেই সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং এই সংশয় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সংশয় কর্তা হিসাবে নিজেকে আর সংশয় করা যাচ্ছে না। 'আমি সংশয় করি' এইটুকু বললেও আমার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। কারণ সংশয় কর্তা হিসাবে বা চিন্তন কর্তা হিসাবে আমি নিজের অস্তিত্বকে বা নিজের সত্তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই 'I think therefore I am'- এই 'Thinking' আমার সত্তাকে নিশ্চিত করেছে। এটাই ছিল দেকার্তের 'The method of doubt'। এই পদ্ধতিকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তের (Logical Conclousion) দিকে পৌঁছে দিয়েছেন দার্শনিক হুর্সাল। তাই

দেকার্তের সঙ্গে হুর্সালের দার্শনিক ভাবনার মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করা যায়। হুর্সাল বলতে চেয়েছেন আমি আত্ম-পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া জগৎকে পুনরায় আবিষ্কার করতে চেয়েছি। এইভাবে দেকার্তে বলতে চেয়েছেন, সমস্ত কিছু সন্দেহ করে সত্যকে পরীক্ষা করা সম্ভব। অর্থাৎ সত্যকে আবিষ্কার করতে গেলে বা সত্যে পৌঁছাতে গেলে যতটা সম্ভব সবকিছুকে জীবনে অন্ততঃ একবার সংশয় করা উচিত। 'যতটা সম্ভব' এখানেই হুর্সালের আপত্তি, হুর্সালের প্রশ্ন হল কতটা সংশয় করা যায়? দেকার্ত তাঁর পদ্ধতিকে 'আমি-তে থামিয়েছেন। দেকার্তের কাছে সংশয়কর্তা হিসাবে 'আমি' পর্যন্ত সংশয় করতে পারি। এবার দেখতে হবে দেকার্তের 'আমি' কেমন 'আমি', এখানে দেকার্ত সেই 'আমি' কেমন তা বিচার করেননি। হুর্সাল বলতে চেয়েছেন ওই 'আমি' হল জাগতিকতার সবধরনের মলিনতা মাখানো 'আমি', যার মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, সুখ, দুঃখ ভালো, মন্দ মিশ্রিত আছে। দেকার্ত এই 'আমি'তেই থেমেছেন। অর্থাৎ Empirical sense- এ যে 'আমি' সেই 'আমি'তেই দেকার্তে থেমেছেন। কিন্তু হুর্সালের বক্তব্য হচ্ছে এই 'আমি'কেও সংশয় করার দরকার ছিলো, যেটা দেকার্ত করেন নি। হুর্সাল এই Emperical ego কেও বন্ধনীকরণ পদ্ধতির (Reduction) আওতায় রেখেছেন। কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছেন আমার 'আমি'র অনেকগুলি অবস্থান রয়েছে। সেই আসল 'আমি' কে তিনি বলেছেন 'Transendental ego' বা 'Pure ego'। তাই বলা হয় হুর্সাল দেকার্তের পদ্ধতিকে 'Model' হিসাবে দাবি করলেও হুর্সালের 'The Method of Reduction' পদ্ধতি অনেক বেশি পরিণত ও যুক্তিসম্মত।

সুতরাং আমরা দেখলাম দেকার্তের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিকই ছিল যে, সত্যে পৌঁছানোর জন্য আমাকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সবকিছুকে সংশয় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি একটা জায়গায় আটকে গেলেন, সেটা হল 'আমি নিজেকে সংশয় করতে পারছি না'। হুসার্ল বলতে চাইছেন আমার যে আত্মসত্তা বা Emperical Self- তার মধ্যে যে এত রকমের সমস্যা থাকতে পারে তা তিনি অনুভব করতে পারেননি। দেকার্তের এই যে সীমাবদ্ধতা, সেই সীমাবদ্ধতাকে তিনি অতিক্রম করে Genuine phenomenology-তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ বিষয় যা তাকে ঠিক সেইভাবে দেখবো কোন কিছুর সংস্কার ছাড়া। এই 'Transendental Subjectivity'-র অর্থটিকে দেকার্ত বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেননি তার কারণ হলো তাঁর কাছে 'Subjectivity' হলো Empirical, Natural এবং Psychological।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে বিশুদ্ধ চেতনার আবিষ্কারের জন্য প্রাকৃতিক বা জাগতিক আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই জাগতিক বা প্রাকৃতিক আবরণ হল গতানুগতিক ভাবনা, যে ভাবনা লৌকিক, যার মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কার, প্রভৃতি পূর্বভাবনা জুড়ে থাকে। তাই তিনি বন্ধনীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে এইরূপ ভাবনা থেকে সরে আসতে চেয়েছেন। যখনই আমি আমার চেতনার মত দেখতে অথচ চেতনা নয়, এইরূপ চেতনার আবরণকে সরিয়ে রাখতে পারবো, এক কথায় বন্ধনীকরণ করতে পারব, তখনই চেতনার বিশুদ্ধ অবস্থাকে, এক কথায় স্বরূপে চেতনাকে খুঁজে পাবো। যেমন ভাবে ন্যায় অনুমানের হেত্বাভাসের আলোচনায় অসৎ হেতুর পরিচয় পেয়েছি, সেখানে বলা হয়েছে, যা হেতু নয় অথচ হেতুর মতো দেখতে তাই হলো হেত্বাভাস, অর্থাৎ অসৎ হেতু। এই অসৎ হেতু দিয়ে যেমন যথার্থ অনুমান গঠিত হতে পারে না। ঠিক তেমনি হুসার্লের প্রভাসতত্ত্ব অনুযায়ী প্রাকৃতিক আবরণে আচ্ছাদিত চেতনার দ্বারা বিষয়ের স্বরূপকে বা সারসত্তাকে বোঝা যাবে না, তার জন্য বিশুদ্ধ চেতনার প্রয়োজন। এই বিশুদ্ধ চেতনার আবিষ্কারের জন্যই তিনি 'The Method of Reduction' পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। এছাড়া আমরা আরো জানতে পেরেছি যে, হুসার্ল তাঁর এইরূপ ভাবনার জন্য কিছুটা হলেও ঋণ স্বীকার করেছেন দার্শনিক দের্কাতের কাছে, যদিও হুসার্লের পদ্ধতির গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অন্যেন্য।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই, তা হলো, হুসার্লীয় বন্ধনীকরণ পদ্ধতির (Reduction) পূর্বে এইরূপ ধারণা আমরা পেয়ে থাকি মধ্য প্রাচ্যের ইরানিয়ান মুসলিম দার্শনিক এবং চিকিৎসক আভিচেনা-র (Avicenna) থেকে। তিনি দর্শন

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

এবং চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই এই বন্ধনীকরণ (Reduction) পদ্ধতিকে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে দেখিয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি শরীরের অভ্যন্তরে বর্জ্য এবং অতিরিক্ত পদার্থ কমিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য খাদ্যতালিকাগত বন্ধনীকরণ (Dietary reduction), বিশেষ করে সঠিক খাদ্য গ্রহণের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, খাদ্য গ্রহণ এতটা কমিয়ে আনা দরকার যে, উল্লেখযোগ্য শক্তির ক্ষতি না করে বরং নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে। তিনি মূলত মাথাব্যথা এবং রিফ্লাক্সের মত অবস্থার চিকিৎসা হিসেবে খাদ্যতালিকাগত বন্ধনীকরণ (Dietary reduction) ব্যবহার করেছিলেন। তিনি এই বন্ধনীকরন (Reduction) পদ্ধতির কিছু নীতির কথা বলেছিলেন, যেমন- তাঁর পদ্ধতিতে অপচয় এবং শরীরের ওজন কমাতে কম পুষ্টিগুণ, কম ক্যালরি ঘনত্ব এবং উচ্চ পরিমাণে ফল ও শাক সব্জীর ব্যবহার যুক্ত ছিল। তবে তাঁর খাদ্য বন্ধনীকরন পদ্ধতির (Food reduction) কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না অর্থাৎ তিনি কোন universal rule-এর কথা বলেননি, যা সর্ব অবস্থায় সকলের মধ্যে একই রকম ভাবে প্রয়োগ হবে। তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদা, ক্ষুদা, হজম শক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনা করে খাদ্যাভ্যাসের সামঞ্জস্য আনার উপর জোর দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "Food reduction is done in three ways: reducing the quantity of food, reducing the quality of food or doing both together. Patient power, disease type, disease duration, disease stages, physical condition, age, location and reason of the year must all be considered in the amount of food reduction."[১৩]

এরপর আমি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর পদ্ধতির ধারণা আলোচনা করব। তিনি তাঁর 'Philosophical reduction'- এর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন মূলত অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল, "In his philosophical system, reductionism is evident in his metaphysics, where he seeks to reduce complex phenomena to their fundamental causes and principles."[১৪] এছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি, তার উৎপত্তি তত্ত্ব এবং আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শুধু তাই নয় তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, অস্তিত্বের চূড়ান্ত কারণ অনুসন্ধানের জন্য আপতিক অস্তিত্বকে অপসারণ করতে হবে, তবেই আবশ্যিক অস্তিত্বকে আমরা উপলব্ধি করতে পারব। আর এই আপতিক অস্তিত্বকে অপসারণ করে চূড়ান্ত বা আবশ্যিক কারণ কে অনুসন্ধান করাই ছিল তার আধিবিদ্যক ভাবনার মূল লক্ষ্য।

জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে তাঁর এরূপ ভাবনা কেমন ছিল তা দেখা দরকার। তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞান অর্জনের জন্য সক্রিয় বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, এই সক্রিয় বুদ্ধি মানুষকে এই সমগ্র বিশ্বের রহস্যকে উন্মোচন করতে সাহায্য করেছে। এই সক্রিয় বুদ্ধি বন্ধনীকরন পদ্ধতির (Reduction) দ্বারা জটিল বিষয়কে সহজবদ্ধ করে তোলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে তার দার্শনিক বন্ধনীকরন পদ্ধতির (Philosophical reduction) মূল সারমর্ম হল, মৌলিক কারণের অনুসন্ধানে জটিল ঘটনাগুলিকে বন্ধনীকরন করা। এছাড়া অস্তিত্ব, সৃষ্টি এবং জ্ঞান অর্জনের ব্যাখ্যা সরলিকৃত করা এবং সর্বোপরি একটা শ্রেণীবদ্ধ মডেল ব্যবহার করা, যেখানে সবকিছু একটি একক প্রয়োজনীয় উৎস থেকে উদ্ভূত হয়।

এখন আমরা আলোচনা করব 'Reducton' পদ্ধতির স্বরূপ বিষয়ে। 'Reduction' শব্দটি একটি অর্থ জার্মান শব্দ 'Reduktion' থেকে এসেছে। যার মূল অর্থ হলো 'মূলে ফিরে যাওয়া' (Zu-den-Sachen-Selbst)। আবার 'Reduction' ল্যাটিন শব্দ 'Reducene' থেকেও এসেছে যার অর্থ হল 'To lead back' অর্থাৎ সেই একই অর্থ মূলে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে ভুল পথে বহু দূরে চলে যাওয়া চেতনার মূল বিষয়ে ফিরে আসা। অর্থাৎ বিষয়ের প্রকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করাই হলো এর লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে হুসার্ল 'Reduction' শব্দটির অর্থকে কেন্দ্র করে কয়েকটি পরিভাসা ব্যবহার করেছেন। যেমন গ্রীক শব্দ 'Epoché'। এই 'Epoché' শব্দটির অর্থকে কেন্দ্র করে আবার কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন "Bracketing or Parenthesising, abstention or enthaltung, dislocation from, or unplugging or

exclusion or Ausschaltung".[১৫] গ্রীক শব্দ 'Epoché'-র মধ্যে একটা নঞর্থক ভাবনা নিহিত আছে। প্রাচীন গ্রীক সংশয়বাদী দার্শনিকরা 'বিরত থাকা' অর্থে ব্যবহার করতেন। অনুরূপভাবে হুসার্ল 'Epoché'-র মাধ্যমে সকল প্রকার প্রকৃতিবাদী পূর্ব সংস্কার তথা বিশ্বাসের প্রভাব থেকে আমাদের বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। 'breackting or Parenthesising' শব্দটি মূলত গাণিতিক পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল গণনার সময় নিয়ম-নীতি মেনে কোন অংশকে চিন্তা ভাবনার বাইরে রাখা। আলোচ্য প্রসঙ্গে 'Brackting'-র অর্থ হল প্রকৃতিবাদী নিঃসৃত কোন বিশ্বাসকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা, যাতে করে আমাদের প্রভাসতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে বিপথগামী না করতে পারে। হুসার্লের ব্যবহৃত এই সব পরিভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এখানে দুটি অর্থে বন্ধনীকরন (Reduction) পদ্ধতির ব্যবহার দেখিয়েছেন, একটি হলো সদর্থক দিক এবং অপরটি হল নঞর্থক দিক।

নঞর্থক অর্থে বিচার করলে এই পদ্ধতি আমাদের চিন্তা বা চেতনাকে যে কোনো পূর্ব ধারণা তথা সংস্কার থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার করে। কারণ চেতনার ওপর অবচেতনভাবে এক ধরনের প্রাকৃতিক বিশ্বাস আরোপিত হয়, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। তিনি বলেন 'Epoché'-র ক্রিয়া প্রণালীতে এই প্রাকৃতিক বিশ্বাসটি বন্ধনীকৃত হলেই জাগতিক বিষয় বা বস্তুর যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে এই বন্ধনীকরনের অর্থ বর্জন নয়, বরং প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রত্যয় সম্পর্কে সতর্কীকরণ। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মকভাবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরের জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় না। আসলে একজন প্রভাসতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে যেসব সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে এবং ঐতিহাসিকভাবে আমাদের বাইরের জগতের যে বাস্তব দিকটিতে বস্তু বা ঘটনা সংঘটিত হয়; তার ওপর প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রত্যয় থেকে সৃষ্ট এক ধরনের প্রাকৃতিক আবরণ থাকায় অভিজ্ঞতায় এদের যথাযথ রূপটি ধরা পড়ে না। আর অভিজ্ঞতায় প্রকৃত রূপটি ধরা না পড়ায় এদের সারসত্তার সজ্ঞামূলক উপলব্ধিও লাভ করা যায় না। 'Epoché'-র ক্রিয়া প্রণালীতে এই প্রাকৃতিক আবরণটি বন্ধনীকৃত হলেই এদের যথার্থ ও সারসত্তাগত রূপটি প্রভাসতাত্ত্বিকসম্মত পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত হয়, কেবল তখনই এইসব বিষয় বা বস্তুর সারসত্তাগত সজ্ঞামূলক উপলব্ধি সম্ভব। এই প্রসঙ্গে হুসার্ল Ideas গ্রন্থে বলেছেন, "we do not abandon the thesis we have adopted, we make no change in our conviction....yet the thesis undergoes a modification ....whilst remaining in itself what it is, we set it as it were 'out of action', we disconnect it, bracket it. It still remains there like the bracketed in the bracket, like the disconnected outside the connexional system"[১৬]

সদর্থক অর্থে বিচার করলে বন্ধনীকরন (Reduction) পদ্ধতির অর্থ দাঁড়ায় যাবতীয় সত্তার অর্থ তথা মূল্য যে বিষয়মুখিনতার (Intentional act) মাধ্যমে গঠিত হয় তা নির্দেশ করা। এই অর্থেই 'Transcendental Conciousness' বা 'Transcndental ego' কে আবিষ্কার করা যায়। আর এই প্রকার বিশুদ্ধ চেতনা জগতের অর্থ গঠন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'Encyclopedia of Phenomenology'- তে William K. Mckenna 'Epoché' এবং 'Reduction' -র পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, বন্ধনীকরণের যে নঞর্থক প্রক্রিয়া তাকে আমরা 'the 'Epoché' বলতে পারি। আর বন্ধনীকরণ বা 'Epoché' -র মাধ্যমে আমরা যা পাই, অর্থাৎ চেতনা যেখানে পৌঁছায়, সেই অধিজাগতিক জগতের গঠনগত বিশ্লেষণ কে 'Reduction' বলতে পারি। তিনি বলেন, "thus Husserl and others of speak of 'performing' the epoche, but of working under the phenomenological reduction".[১৭] সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'Epoché' এবং 'Reduction' হল একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক মাত্র। হুসার্লের মূল লক্ষ্য ছিল 'Pure Phenomena' কে গ্রহণ করা। কিন্তু 'Pure Phenomena' কে পেতে হলে 'All trans-Penomenal elements' অর্থাৎ যা 'ঘটমান ঘটনার' (Phenomena) প্রকৃতির অংশ নয়, অথচ 'ঘটমান

ঘটনার' (Phenomena) সাথে কোনরকম জড়িয়ে আছে, সেইসব বিষয়গুলিকে সরিয়ে রাখতে হবে। তবেই বিষয়টা যেমন তাকে ঠিক সেই ভাবেই দেখতে পাবো। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে এবং যে কোন ধরনের বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাসতত্ত্বের (Phenomenology) এই 'Method' কে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ এখানে নিরপেক্ষ অবস্থানে বিষয়কে খোঁজার কথা বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল কিভাবে নিরপেক্ষ অবস্থানে পৌঁছানো হবে? এর জন্যই হুসার্ল মনে করেছেন, আমাকে যদি নিরপেক্ষ অবস্থানে পৌঁছাতে হয় তাহলে আমাকে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, সেই পদ্ধতিকেই তিনি বলেছেন প্রভাসতাত্ত্বিক বন্ধনীকরণ (Phenomenological Reduction)।

তথ্যসূত্রঃ

১. Nellickappilly, Dr. Sreekumar. *Aspect of westran Philosophy*, Ch-32, P-1-2
২. Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology* (Trans. by W.R. Boyce Gibson), the Macmillan Company, New York, 1931, p-103
৩. Ibid, p-105
৪. Ibid, p-106
৫. Ibid, p-106
৬. Ideas, P.K.Das: *The problem of the world in Husserl's Phenomenology*, Journal of Indian council of Phisophical Research, New Delhi, vol-8, Issue-2, 1991, P-38
৭. Dagfinn, Foliesdal. *Husserl's Reductions and the Role They Play in His Phenomenology*, A Companion to Phenomenology and Existentialism, Vol-1, 2006, p-105
৮. Moran, Dermot. *Introduction to phenomenology*, Routledge, London and New York, 2002, p-146
9. Ibid, p-147
১০. Ibid, p-150
১১. Ibid, p-150
১২. Ibid, p-148
১৩. Nozad, Aisen. *Food reduction in Avicenna's view and related principle in classical medicine*, Iranian Red Cresent Journal, Iran, 2016, p-2
১৪. Google.com/search?q=Avicenna+reduction+theory
১৫. Moran, Dermot. *Introduction to phenomenology*, Routledge, London and New York, 2002, p-147
১৬. Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology* (Trans by W.R. Boyce Gibson), the Macmillan Company, New York, 1931, p-108
১৭. Embree, Lester & A. Behnke, Elizabeth & Carr, David. *Encyclopedia of Phenomenology,* Springer Science+Buisness Media, P-178